



কনডেনসেশন এবং মোল্ড (ঘনীভবন ও ছাতা)

কনডেনসেশন অর্থাৎ ঘনীভবন কী?

বাতাসে সবসময়ই কিছুটা আর্দ্রতা থাকে। কনডেনসেশন ঘটে যখন বাতাস এতো ঠান্ডা হয়ে যায় যে তা সবটুকু আর্দ্রতাকে ধরে রাখতে পারে না এবং খুব ছোট ছোট পানির বিন্দু দেখা দেয়। আপনি কনডেনসেশন দেখবেন যখন একটা ঠান্ডা দিনে শ্বাস ফেলেন অথবা আপনি গোসল করার সময় আয়না কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কনডেনসেশন দেখা দেয় যখন আপনার বাসার ভেতরের এবং বাইরের তাপমাত্রার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য থাকে, কাজেই এটা ঠান্ডা আবহাওয়ার সময় বেশি ঘটে। কনডেনসেশন জমা হয় বাসার ভেতরের জিনিসপত্রের ঠান্ডা সারফেইস বা উপরের স্তরে এবং সেই সব জায়গায় যেখানে বাতাস চলাচল কম, যেমন- ঘরের কোণায়, ওয়ারড্রোবের এবং কাবার্ডের পিছনে।

গৃহসজ্জার নরম জিনিসে কনডেনসেশন জমতে পারে এবং এগুলো অনেক সময় বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। যেসব জায়গায় কনডেনসেশন জমা হয় সেখানে সাধারণত একটা বাসি গন্ধ পাওয়া যায়।

কনডেনসেশন কীভাবে চিনবেন?

কনডেনসেশন এর ফলে 'পানির দাগ' (আর্দ্রতা শুকিয়ে যাবার পর যে দাগটি রয়ে যায়) সৃষ্টি হয় না। অন্যান্য স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা যেমন, রাইজিং ড্যাম্প অথবা প্লামিং এর লিক থেকে প্রায়ই 'পানির দাগ' থেকে যায়।

যদি কনডেনসেশন কে নিয়মিতভাবে ঘটতে দেওয়া হয়, তাহলে দেয়ালে এবং আসবাবপত্রে মোল্ড অর্থাৎ ছাতা জমতে পারে। সাধারণত বাইরের দেয়ালের ভেতর দিকে ছাতা দেখা দেয়- প্রায়ই দক্ষিণমুখী দেয়ালে- এবং সাধারণত ঠান্ডা আবহাওয়ায় আরো খারাপ রূপ ধারণ করে।

অন্যান্য ধরনের বাষ্প বা ভেজা বাতাস

কিছু কিছু বাষ্প কনডেনসেশনের দ্বারা সৃষ্টি নয়।

অনুপ্রবেশকারী বাষ্প, লিক হওয়া পাইপ, বর্জ্য বা উপচে পড়া পানির কারণে সৃষ্টি হয়।
অথবা ছাদের ফুটা দিয়ে ঢুকে পড়া, ব্লক হওয়া গাটার থেকে উপচে পড়া, অথবা
ফাটা পাইপের লিক দিয়ে ঢুকে পড়া বৃষ্টির পানি থেকেও হতে পারে।
অনুপ্রবেশকারী বাষ্প দেয়ালে বাষ্পের দাগ হিসেবে দেখা যেতে পারে অথবা
দেয়ালের পেইন্ট খুলে আসতে পারে।

রাইজিং ড্যাম্প অর্থাৎ উর্ধ্বগামী বাষ্প ত্রুটিপূর্ণ বাষ্প-নিরোধক সরঞ্জামের কারণে সৃষ্টি হয়।
উর্ধ্বগামী বাষ্পের কারণে মাটি থেকে এক মিটার উপর পর্যন্ত লবণের মত সাদা দ্রব্য দেখা দিতে পারে।
এই দুই ধরনের বাষ্পই টাইডমার্ক অর্থাৎ 'পানির দাগ' রেখে যায়।

কনডেনসেশন কীভাবে রোধ করবেন ?

১. আর্দ্রতা কম সৃষ্টি করুন

ইউকের প্রতিটি ঘরের ভেতরের বাতাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ লিটার
(২০ পাইন্টের মতো) আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়। যেসব বাসায় ঘরের ভেতরে
কাপড় শুকানো হয় অথবা যেখানে প্যারাফিন অথবা বোতলজাত গ্যাস
ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রতিদিন মোট ২০ লিটারের (৩৬ পাইন্ট) উপরে আর্দ্রতা
সৃষ্টি হতে পারে।*

কিছু দৈনন্দিন কাজ খুব দ্রুত প্রচুর পানির জন্ম দিতে পারে,
উদাহরণ স্বরূপ রান্না করা, বোতলজাত গ্যাস হিটারের ব্যবহার
এবং কাপড় ধোয়া/শুকানো।

- রান্না — সবসময় ডেকচিতে ঢাকনা লাগিয়ে রান্না করবেন এবং পানিতে বলক
আসার পর তাপ কমিয়ে দেবেন, এতে কনডেনসেশন সৃষ্টিকারী জলীয়বাষ্প নিয়ন্ত্রণে থাকবে,
এবং জ্বালানীও বাঁচবে।
- কাপড় ধোয়া এবং শুকানো-- সম্ভব হলে কাপড় বাইরে শুকাতে চেষ্টা করবেন।
যদি ঘরের ভেতরে কাপড় ধুতে এবং শুকাতেই হয়, তাহলে বন্ধ, উত্তপ্ত এবং
ভালো বায়ুচলাচল আছে এমন একটা কামরায় জানালা অল্প খুলে রেখে শুকানবেন।
যদি এক্সট্রাক্টার ফ্যান থাকে, সেটা ব্যবহার করবেন। রেডিয়েটরের উপর বা উত্তাপ
ছড়ানো হিটারের সামনে কাপড় না শুকাতে চেষ্টা করবেন।
- টাম্বল ড্রাইয়ার ব্যবহার—যদি আপনি টাম্বল ড্রাইয়ার ব্যবহার করেন, নিশ্চিত করবেন
এটা যেন বাইরের বাতাসের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। অনেক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ড্রাইয়ারের জন্য
বায়ুচলাচলের যন্ত্রপাতি কিনতে পাওয়া যায়। যেসব টাম্বল ড্রাইয়ার সরাসরি ঘরের ভেতরে
বাতাস ছাড়ে সেগুলো ব্যবহার না করার চেষ্টা করবেন।
- বাথটাব পূর্ণ করা— প্রথমে ঠান্ডা পানি ছাড়ুন এবং তারপর গরম পানি মেশান। এর ফলে
কনডেনসেশন সৃষ্টিকারী বাষ্প ৯০% কমে যাবে। এর ফলে জ্বালানীশক্তিও বাঁচবে যেহেতু আপনি
প্রয়োজনের অতিরিক্ত গরম পানি ব্যবহার করবেন না। একটা জানালা অল্প খুলে রাখবেন যাতে বাষ্প
<https://www.jigsawhomes.org.uk/information-article/condensation-and-mould-damp/>

বেরিয়ে যেতে পারে।

- বোতলজাত গ্যাসের হিটার — এগুলো ব্যবহার না করতে চেষ্টা করবেন। এগুলো থেকে অনেক বাষ্প বের হয় যা কনডেনসেশন সৃষ্টি করে। একটি গ্যাস সিলিন্ডার গড়ে ৮ পাইন্ট বাষ্প সৃষ্টি করে। এগুলো ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

২. আর্দ্রতা দূর করার জন্য বাতাস চলাচল করতে দিন

বাতাস চলাচলের মাধ্যমে ঘরের ভেতরের ভেজা বাতাসের জায়গায় বাইরে থেকে

শুকনা বাতাস ঢুকিয়ে কনডেনসেশন কমানো যেতে পারে। ঠান্ডা বাতাস সৃষ্টি না

করেও বাতাস চলাচল করানো যায়।

- আপনার বাসাকে ফ্রস-ভেন্টিলেট করুন— প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য

আপনার বাসাকে ফ্রস-ভেন্টিলেট অর্থাৎ বিপরীত প্রান্ত থেকে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন।

এটা করার জন্য বাসার দুই বিপরীত দিকের জানালাগুলো (জানালা পুরোপুরি খুলতে

হবে না, অল্প খুলেই চলবে) অথবা আপনি ফ্ল্যাটে বাস করলে আড়াআড়ি বিপরীত জানালাগুলো

খুলে দিন। একই সময়ে ঘরের ভেতরের কামরার দরজাগুলো খোলা রাখুন, এর ফলে বাইরের

শুকনা বাতাস আপনার ঘরের ভেতরে চলাচলের সুযোগ পাবে। বিদ্রঃ যেসব জানালা দিয়ে ভেতরে

প্রবেশ করা সম্ভব সেগুলো খোলা রাখা অনিরাপদ হতে পারে। বাইরে যাওয়ার আগে মনে করে সবগুলো

জানালা লাগাবেন।

- অধিকৃত কামরাসমূহ — যেসব কামরা ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে সবসময় কিছুটা

বাতাস চলাচল রাখা প্রয়োজন। এটা করা হয় বাতাসের আর্দ্রতা দূর করার জন্য যার মধ্যে

রয়েছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে সৃষ্ট জলীয় বাষ্প। একটা ছোট জানালা অল্প করে অথবা ট্রিকল

ভেন্ট অর্থাৎ জানালার উপরের বাতাস চলাচলের ছোট রক্টি খুলে রাখুন।

- শোবার কামরাসমূহে বাতাস চলাচল — রাতে শোবার ঘরের একটা জানালা অল্প

খোলা রাখতে চেষ্টা করুন, অথবা যদি ট্রিকল ভেন্ট থাকে, সেটা খুলে রাখুন। এর ফলে কনডেনসেশন

সৃষ্টিকারী বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারবে। নিরাপত্তার কথা মনে রাখবেন। কাবার্ড এবং ওয়ারড্রোবগুলোকে

বেশি ভর্তি করে ফেলবেন না। বেশি ঠাসাঠাসির ফলে বাতাস চলাচল কমে যায় এবং কাপড়ের উপর

ছাতা পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বড় বড় আসবাবপত্র যেমন ওয়ারড্রোবের পেছনে বাতাস চলাচলের জন্য

যথেষ্ট জায়গা রাখবেন। যতদূর সম্ভব বাইরের দিকের দেয়ালের সাথে ওয়ারড্রোব এবং বড়

আসবাবপত্র না রাখতে চেষ্টা করবেন।

- রান্নাঘর এবং বাথরুম — এই কামরাগুলোয় বেশি বাতাস চলাচল প্রয়োজন যখন আপনি

রান্না করেন, পরিষ্কার করেন, গোসল করেন অথবা কাপড় শুকান। আপনাকে জানালা খুলতে এবং

চুলার হুড অথবা এক্সট্রাক্টার ফ্যান লাগানো থাকলে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। এগুলো

অপেক্ষাকৃতভাবে সস্তা এবং খুব ভালো কাজ করে। বাষ্পকে বের হয়ে যেতে দেয়ার জন্য

ব্যবহার করার সময় এবং ব্যবহার শেষ হবার পর কিছুক্ষণ রান্নাঘর এবং বাথরুমের দরজা

লাগিয়ে রাখবেন। এতে করে আপনার বাসার অন্যত্র বাষ্প স্থানান্তরিত হওয়া কমে আসবে।

৩. আপনার বাসায় ঠান্ডা সারফেইস অর্থাৎ পৃষ্ঠতল কমান
কনডেনসেশন সাধারণত বাসার ভেতরের জিনিসের ঠান্ডা সারফেইস বা পৃষ্ঠতলে
জমা হয়। ছাদের ইন্সুলেশন (তাপ ধরে রাখার ব্যবস্থা), দেয়ালের ভেতরের ইন্সুলেশন
এবং বাতাস রোধক জানালা এবং বাহ্যিক দরজা আপনার ঘরের ভেতরের
সারফেইসসমূহকে গরম রাখতে সাহায্য করে। যখন পুরা বাসা গরম থাকবে তখন
কনডেনসেশন হবার সম্ভাবনা কম, এবং জ্বালানীর ব্যবহার কমে আসবে, এবং জ্বালানীর
বিলও কমেতে পারে।

ড্রাফট প্রুফিং অর্থাৎ বাতাস রোধক লাগানোর সময়:

- যেসব কামরায় কনডেনসেশনের সমস্যা আছে সেগুলোতে বাইরের বাতাস আসা
থামানোর ব্যবস্থা করবেন না, এই কামরাগুলোতে বাড়তি বাতাস আসাটা ভালো।
- স্থায়ী ভেন্টিলেটরসমূহ অথবা হিটিং অথবা হিটিং এর যন্ত্রপাতির জন্য যেসব
এয়ারব্রিক লাগানো হয়েছে সেগুলো ব্লক করবেন না।
 - যেসব কামরায় তেলচালিত হিটার (গ্যাস ফায়ার) অথবা চুলা আছে
সেসব কামরায় বাইরের বাতাস আসা রোধ করার ব্যবস্থা করবেন না।
 - বাথরুম এবং রান্নাঘরে বাতাস রোধ করার ব্যবস্থা করবেন না, এই কামরাগুলোতে
যে বাষ্প তৈরি হয় তা বাইরে বের হওয়ার এবং তার বদলে বাইরের শুকনা বাতাস
ভেতরে আসা প্রয়োজন।

৪. আপনার বাসা কার্যকরভাবে গরম করুন

বাসায় মানুষ থাকা অবস্থায় আপনার বাসাকে পর্যাপ্তভাবে গরম করুন (আদর্শ তাপমাত্রা $18^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C}$).

সমস্ত বাসা জুড়ে একটা পরিমিত তাপমাত্রা বজায় রাখুন। একটা কামরাকে বেশি গরম

এবং অন্যান্য কামরাকে ঠাণ্ডা রাখার ফলে ঠাণ্ডা কামরাগুলোতে কনডেনসেশন হতে পারে।

গরম বাতাস সবসময় বাসার ভেতরের ঠান্ডা অংশে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং ঠাণ্ডা সারফেইসে

গরম বাতাস লাগা মাত্রই কনডেনসেশন দেখা দেবে।

যদি আপনার প্রতিটা কামরায় হিটিং এর ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে হিটিংবিহীন কামরাগুলোর

দরজা খুলে রাখবেন যাতে ঘরের ভেতরে কিছুটা তাপ আসতে পারে। যেসব কামরায় সেন্ট্রাল হিটিং

নেই, যদি সেগুলোতে বাড়তি হিটিং এর প্রয়োজন হয় তাহলে তেল ভরা যেসব বৈদ্যুতিক হিটার প্লাগ দ্বারা

সংযুক্ত করা হয় সেগুলো অথবা তাপ নিয়ন্ত্রক সহ প্যানেল রেডিয়েটর ব্যবহার করতে পারেন

(নিচু সেটিং এ ব্যবহার করবেন।)

তাপ নিয়ন্ত্রক থার্মোস্টেটিক কন্ট্রোল এটা নিশ্চিত করবে যে হিটারটি অনবরত বিদ্যুত ব্যবহার করছে না।
বৈদ্যুতিক ফ্যান হিটার ব্যবহার না করতে চেষ্টা করবেন, কারণ এগুলো খুব বেশি
বিদ্যুত ব্যবহার করে।

ছত্রাক বা ছাতা জমার সমস্যা সামাল দেয়া

এই লিফলেটে দেয়া পরামর্শ যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে আপনার বাসায় ছত্রাক
জমার সম্ভাবনা কমা তবে যদি কনডেনসেশনের কারণে ছত্রাক জমে যায় তাহলে এটাকে
ব্যবস্থাহীন অবস্থায় ফেলে না রাখাই ভালো।

যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ছত্রাক আবার ফিরে আসার কথা নয়।
জানালা এবং জানালার নিচে জমা সমস্ত কনডেনসেশন প্রতিদিন সকালে শুকিয়ে ফেলা উচিত।
যে কাপড় দিয়ে মুছবেন সেটা রেডিয়াটারে না শুকিয়ে কাপড়টা চিপে পানি নিংড়ে নিবেন।
ছত্রাকনাশক ওষুধ দিয়ে দেয়াল এবং জানালার ফ্রেইমগুলো মুছে নেয়ার মাধ্যমে ছত্রাক
বিনাশ এবং অপসারণ করা যায়। যদি আপনি নিজে এটা করতে চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই
রাবারের গ্লাভস অর্থাৎ দস্তানা পরবেন এবং ম্যানফেকচারারের নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে
পড়বেন।

ছত্রাক-আক্রান্ত সকল কাপড়কে ড্রাই ক্লিন করতে হবে এবং কাপেটকে শ্যাম্পু
দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ছত্রাককে ব্রাশ অথবা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার
করা পরামর্শযোগ্য নয়, কারণ এর ফলে ছত্রাকের কণাসমূহ বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে যা
শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যার কারণ হতে পারে।

ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ ব্যবস্থা নেয়ার পর ছত্রাক প্রতিরোধ করার জন্য সারফেইস সমূহকে
ভালো মানের ছত্রাকরোধক পেইন্ট দিয়ে আবার পেইন্ট করতে হতে পারে। ছত্রাকরোধক
পেইন্টকে সাধারণ পেইন্ট বা ওয়ালপেপার দিয়ে ঢেকে দিলে তা ঠিক মতো কাজ করে
না। ওয়ালপেপার লাগানোর জন্য যদি এমন পেইন্ট ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে ছত্রাকনাশক
উপাদান রয়েছে তাহলে তা ভবিষ্যতে ছত্রাক প্রতিরোধ করতে পারে।

মারাত্মক ছত্রাক আক্রমণ থামানোর একমাত্র স্থায়ী উপায় হচ্ছে কনডেনসেশন থামানো।
যদি আপনার বাসায় ছত্রাক বা ছাতা পড়া নিয়ে সমস্যা থাকেন তাহলে আমাদের সাথে
যোগাযোগ করুন।

যেসব বিষয় মনে রাখতে হবে

১। বাষ্প কম তৈরি করুন

- ডেকচি ঢেকে রাখুন
- কাপড় বাইরে শুকান।
- আপনার টাম্বল ড্রাইয়ারের বাতাস সরাসরি বাইরে বের করার ব্যবস্থা করুন
- আপনার বাথটাবে আগে ঠান্ডা পানি ঢালুন

<https://www.jigsawhomes.org.uk/information-article/condensation-and-mould-damp/>

- চিমনিহীন বোতলজাত গ্যাসের হিটার ব্যবহার না করতে চেষ্টা করুন।

২। বাষ্প দূর করতে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন

- সব সময় বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখবেন, বিশেষ করে যখন কেউ বাসায় থাকে।
- ব্যবহার করার সময় রান্নাঘরে এবং বাথরুমে বাতাস চলাচল বাড়িয়ে দিন এবং দরজা বন্ধ করে রাখুন।
- কাবার্ড এবং ওয়ারড্রোবসমূহ বোঝাই করবেন না।

২। ঠান্ডা সারফেইস অর্থাৎ পৃষ্ঠতল কমান

- ছাদের এবং দেয়ালের ভেতরের গহ্বরের ইন্সুলেশনের ব্যাপারে জিগসো'র সাথে যোগাযোগ করুন।
- বাতাস রোধক জানালা এবং বাহ্যিক দরজাসমূহ

৪। আপনার বাসা কার্যকরভাবে করম করুন।

- আপনার বাসা পর্যাপ্তভাবে গরম রাখুন যখন

আপনার পছন্দ এবং পুনরাবৃত্ত ভিজিটসমূহ মনে রাখার মাধ্যমে আপনাকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা দেয়ার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কুকিজ ব্যবহার করি। 'এক্সপ্ট' এ ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি সবগুলো কুকিজ ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন। তবে নিয়ন্ত্রিত অনুমতি দেয়ার জন্য আপনি কুকি সেটিংস এ যেতে পারেন।

[Cookie settings](#)

ACCEPT